বিত্‌রের সঠিক রাকআত-সংখ্যা ও পদ্ধতি

আব্দুল হামীদ ফাইযী
অনার্স মদীনা ইউনিভার্সিটি
আল-মাজমাআহ, সউদী আরব

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায সাধারণভাবে একই নিয়ম-পদ্ধতির অনুসারী ছিল না। বরং তাঁর এই নামায ছিল একাধিক ধরনের একাধিক নিয়মের। নিম্নে সংক্ষেপে সেই সব নিয়মাবলী মুসলিমের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হল ঃ-

১। তিনি ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। প্রথমে হাল্কা করে ২ রাকআত দিয়ে শুরু করতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরতেন। প্রত্যেক ২ রাকআতকে পূর্বের অপেক্ষা হাল্কা করতেন। এইভাবে ১০ রাকআত পড়ার পর পরিশেষে ৩ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। *(মুসলিম প্রমুখ সালাতুত তারাবীহ, আলবানী ৮৬পৃঃ দ্রঃ)*

২। তিনি কোন রাতে ১৩ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ৮ রাকআত নামায পড়তেন এবং সবশেষে এক সালামে ৫ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। আর এই ৫ রাকআত বিত্‌রের মাঝে কোথাও বসতেন না এবং সালামও ফিরতেন না। *(আহমাদ, মুসলিম প্রমুখ ঐ ৮৯পৃঃ)*

৩। তিনি কোন রাতে ১১ রাকআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ১০ রাকআত পড়তেন এবং পরিশেষে ১ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, প্রমুখ, ঐ ৯০পৃঃ)*

৪। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। এক সালামে ৪ রাকআত, অতঃপর আর এক সালামে ৪ রাকআত। তারপর ৩ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না। নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্‌র) নামায পড়তেন।' *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮-নং)*

৫। কোন রাতে তিনি ১১ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৮ রাকআত একটানা পড়তেন। কোথাও না বসে অষ্টম রাকআত শেষ করে বসতেন। তাতে তিনি তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন এবং এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। সবশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(আহমাদ ৬/৫৩-৫৪, ১৬৮, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সালাতুত তারাবীহ ঃ আলবানী ৯২পৃঃ)*

৬। কোন রাত্রে তিনি ৯ রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে ৬ রাকআত একটানা পড়তেন। অতঃপর বসে তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ করে সালাম না ফিরে উঠে যেতেন। তারপর এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সালাম ফিরতেন। পরিশেষে বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(ঐ)*

সুতরাং এ কথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, আল্লাহর নবী ﷺ বিত্‌র সর্বদা তিন রাকআতই পড়তেন। এক রাকআত বিত্‌র পড়া নবীজী থেকে প্রমাণিত নয়!

আসলে হানাফী মযহাবধারীদের নীতি হল, তাঁদের মযহাবে যেটা আছে, সেটাই ঠিক। আর তার সমর্থনে যে দলীল থাকে, সেটাই সহীহ। বাকী তাঁদের আম নীতি হল,

كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই আয়াত, যা আমাদের মযহাবপন্থীদের মযহাবের পরিপন্থী, তা হয় ব্যাখ্যেয়, না হয় মনসূখ (রহিত)। আর প্রত্যেক অনুরূপ হাদীসও ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত!! *(আদ্দুর্রুল মুখতার ১/৪৫ টীকা, আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহ, আলবানী ১/৮৮)*

এরই ভিত্তিতে উক্ত দাবী! তাছাড়া আরো স্পষ্ট দলীল নিম্নে দেখুন।

১ রাকআত বিত্‌র ঃ

বিত্‌র এক রাকআতও পড়া যায়। খোদ মহানবী ﷺ এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন, যেমন পূর্বের বর্ণনাগুলিতে রয়েছে। আর তিনি বলেছেন,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

"রাতের নামায দু রাকআত দু রাকআত। অতঃপর যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কর, তখন এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নাও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন,

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

"বিত্‌র হল শেষ রাতে এক রাকআত।" *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৫নং)*

তিনি বলেন,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

“বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।” *(আবূ দাঊদ ১৪২২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৫নং)*

عن ابن عباس قيل له : هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ قال : أصاب إنه فقيه.

وفي رواية : قال ابن أبي مليكة : أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال : دعه فإنه قد صحب النبي ﷺ. رواه البخاري

ইবনে আব্বাস ؓ-কে বলা হল যে, মুআবিয়া ؓ এশার পরে এক রাকআত বিত্র পড়লেন (সেটা কি ঠিক)? উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি তো ফকীহ। তাঁকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী।’ *(বুখারী, মিশকাত ১২৭৭নং)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য বহু সলফ ১ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(ইবনে আবী শাইবা দ্রঃ)*

যেমন পূর্বেই গত হয়েছে যে, নবী ﷺ যেমন ৩ রাকআত বিত্র পড়তেন, তেমনি ৯, ৭ ও ৫ রাকআতও বিত্র পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের মযহাবে ৩ রাকআত ছাড়া বিত্র নেই, তাই সমস্ত হাদীস ব্যাখ্যেয় ঃ-

(ক) কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, ‘বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে মানুষকে বিতর নামায তিন রাকাতই পড়তে দেখেছি। তবে সকল পন্থারই অবকাশ আছে এবং আশা করি, কোনোটাতেই সমস্যা হবে না।’ (বুখারী ১/১৭৩) মুহাম্মাদ বিন কাসিম রাহ. ছিলেন একজন তাবেয়ী ও মদীনার বিখ্যাত ‘ফুকাহায়ে সাবআ’ সাত ফকীহর অন্যতম। অতএব তাঁর এই বক্তব্যের অর্থ হল, সাহাবায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে তিন রাকআত বিতর পড়তেন। এটাই মূল ধারা। তবে কেউ কেউ যেহেতু ইজতিহাদের ভিত্তিতে (তার মানে রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে নয়!) এক রাকআত বিতরেরও ফতোয়া (?) দিতেন, তাই তিনি বলেছেন,....... সমালোচনা করার প্রয়োজন নেই!

(খ) ‘কিছু (?) রেওয়ায়েতের কারণে কোনো কোনো সাহাবী-তাবেয়ী বিতর নামায এক রাকাত হওয়ার কথাও বলেছেন। তবে (!) ঐ সব রেওয়ায়েত পর্যালোচনার পর ফুকাহায়ে কেরাম তিন রাকাত বিতরের ফতোয়া দিয়েছেন এবং সেই ফতোয়া অনুযায়ী হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. ফয়সালা করেছেন যে, নবী ﷺ-এর সহীহ হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের তা’আমুল ও মূল ধারার আমলের বিবেচনায় বিতর নামায তিন রাকাত হওয়াই যথার্থ। এর মোকাবেলায় অন্য মতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন।’

‘অন্য মতগুলো’ অর্থাৎ, এক, পাঁচ, সাত, নয় রাকআত বিতরের মতগুলো দুর্বল।

তার কারণ কী?

তার কারণ কি দলীলগুলো দুর্বল? তা তো অবশ্যই নয়। বুখারী-মুসলিমের হাদীসগুলোকে দুর্বল বলতে তো কেউই পারেন না। সুতরাং একটাই কারণ যে, তা মযহাব বিরোধী।

‘যে হাদীসগুলো দিয়ে এক রাকআত বিতর প্রমাণের চেষ্টা (?) করা হয়.......।’

আপসে প্রমাণ হয় না। সহজে প্রমাণ হয় না। ‘চেষ্টা’ ক’রে প্রমাণ করতে হয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম! নিরপেক্ষ পাঠকই এর ফায়সালা করবেন।

(গ) অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় তিন রাকাত বিতরের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

তা কেউ অমান্য করে না। তা বলে ১/৫ ইত্যাদির বর্ণনাগুলো কি অনির্ভরযোগ্য?

(ঘ) কোন কোন বর্ণনায় ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে। (তাই তিন রাকআত বিতরকে এক, পাঁচ, সাত বা নয় রাকআত বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে।) কিন্তু পরবর্তীতে বর্ণনার ভাষাগত বিভিন্নতাকে কেউ কেউ বিতরের পদ্ধতিগত বিভিন্নতা ধরে নিয়েছেন। (যেহেতু তাঁরা আরবী ভাষার লোক নন, ভাষাজ্ঞান তাঁদের আদৌ নেই। তাই হুজুরের তিন রাকআত বিত্রকে ১/৫ ইত্যাদি ধরে নিয়েছেন!)

আবার এই সব বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধও নেই এবং তা বিতরের বিভিন্ন পদ্ধতিও নির্দেশ করে না! এগুলি অবুঝদের বর্ণনার পার্থক্য আর কি!

(ঙ) যে বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এগারো রাকাত বিতর পড়তেন এবং প্রতি দু’রাকাতের মাঝে সালাম ফেরাতেন, অতঃপর এক রাকাত বিতর

পড়তেন, তাতে দুটি কথা বলা হয়েছে, এক. প্রতি দুই রাকাতের পর বসা। দুই. দুই রাকাতের সাথে অতিরিক্ত এক রাকাত মিলিয়ে নামাযকে বিতর (বেজোড়) বানানো!

প্রিয় পাঠক! আপনি কি বুঝতে পেরেছেন, কীভাবে দুই রাকআতে সালাম ফিরার পর এক রাকআতকে তার সাথে মিলিয়ে বেজোড় বানানো হবে? সালাম ফিরে আবার এক রাকআত কীভাবে তার সাথে তালি মারা হবে? অবশ্য ভাষাজ্ঞান না থাকলে বুঝতে পারবেন না। এ যেন সেই 'চুঁই করেগা চাঁই করেগা, কালা গুটি নেই ছোড়েগা'র মতো ব্যাপার।

(চ) বিতর নামায এক রাকাত হওয়ার ধারণা কারো চিন্তায় পূর্ব থেকে বদ্ধমূল না থাকলে বর্ণনার পূর্বাপর থেকে এই (সালাম ফিরে আবার মিলিয়ে দিয়ে তিন রাকাত পূর্ণ করার) ব্যাখ্যা খুব সহজেই বুঝে আসার কথা।

মোটেই না জনাব! বুঝে আসার কথাই নয়। তবে মেনে নেওয়ার কথা হতে পারে। কারণ আগে থেকেই মযহাবী মনে 'তিন রাকাত ছাড়া বিতর নেই'-এর শক্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে।

(ছ) 'পাঁচ রাকাত দ্বারা বিতর করতেন এবং শুধু শেষে বসতেন' মানে এই নয় যে, পাঁচ রাকআতের মাঝে কোন বৈঠকই করতেন না।

কিন্তু মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ.

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি পাঁচ রাকআত বিত্র পড়তেন, পঞ্চম রাকআত ছাড়া বসতেন না। পঞ্চম রাকআত ছাড়া সালাম ফিরতেন না। (আহমাদ ৬/ ১২৩, নাসাঈ)

এই বয়ানেও কি বুঝা যায় যে, তার মাঝে কোথাও বসতেন না, তবে বৈঠক করতেন ও সালাম ফেরাতেন?

না মানলে ধানাই-পানাই ছাড়া আর কী হতে পারে বলুন?

(জ) ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে আট রাকাত এক সাথে এবং সাত রাকাত একসাথে আদায় করেছি। (সহীহ মুসলিম ১/২৪৬) বলাবাহুল্য, এর অর্থ কখনো এই নয় যে, যোহর-আসরের আট রাকাত এবং মাগরিব-ইশার সাত রাকাত এক সালাম ও এক বৈঠকে আদায় করেছেন।......একই কথা বিতরের উপরোক্ত বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য!

চমৎকার যুক্তি! কিন্তু জনাব! ইবনে আব্বাস তো এ কথা বলেননি যে, 'অষ্টম রাকআত ছাড়া বসতেন না। অষ্টম রাকআত ছাড়া সালাম ফিরতেন না।' যেমন বিতরের জন্য মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন। তাহলে কি প্রয়োগটা ঠিক হল? নাকি বক সাদা বলে পায়সটাও বকের মতো হয়ে গেল?

(ঝ) তাঁদের বর্ণনায় তিন রাকাতের কথা স্পষ্টভাবে না থাকলেও অন্য বর্ণনার সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে তিন রাকাতই প্রতীয়মান হয়।

কীভাবে এক রাকআতটা তিন রাকআত ও পাঁচ, সাত বা নয় রাকআতটা তিন রাকআত প্রতীয়মান হয়, তা বিবেকবান পাঠক বিবেক ক'রে দেখবেন।

(ঞ) তাহাজ্জুদের রাকাত-সংখ্যা সর্বাবস্থায় তিন বলা প্রমাণ বহন করে যে, নবী ﷺ সর্বদা বিতর তিন রাকআত পড়তেন। এটি শুধু উপস্থাপনার পার্থক্য। মূল বিতর তিন রাকাতই ছিল।

এ কথা ঠিক নয়। সর্বাবস্থায় 'তিন' বলা হয়নি, যেমন পাঠক পূর্বে উল্লিখিত রাতের নামাযের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর রাতের নামাযের সময় যেমন বিভিন্ন ছিল, তাঁর নামাযের রাকআত-সংখ্যা যেমন বিভিন্ন ছিল, তখন তাঁর পদ্ধতি ও বিত্রের সংখ্যাও বিভিন্ন ছিল।---এ কথা মানতে কোন দোষ নেই, যদি না মযহাব থেকে খারিজ হওয়ার কোন ভয় থাকে। বরং মুহাদ্দিসীনদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেকটি নির্ভরযোগ্য সহীহ বর্ণনাকে রাতের নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি হিসাবে মেনে নিলে বিবাদ খতম হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, হাদীস শরীফের মনোযোগী পাঠকই নয়, বরং মুহাদ্দিসীনদের নিকট এ কথা অজানা নয় যে, বহু রেওয়ায়াতে পুরো রাতের নামাযটাকেই বিত্র বলা হয়েছে। এক এক রাতের বর্ণিত এক এক ঘটনাকে বিভিন্ন পদ্ধতি মানাতে কোনও অশুদ্ধতা নেই। রাতের নামায তো একদিনকার ঘটনা নয়। বয়স ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার কারণেই তাহাজ্জুদের রাকআত-সংখ্যা যেমন কম-বেশি হতো, তেমনি তার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। যখন যেভাবে দেখা গেছে, তখনকার সেই পদ্ধতিকে সেইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা মাত্র একটিবার নামাযের 'উপস্থাপনাগত' বিষয় নয়।

(ট) হাসান বাসরী রাহ. বলেন, 'মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, বিত্র নামায তিন রাকাত, যার শুধু শেষ রাকাতেই সালাম ফেরানো হবে।' (ইবনে আবী শাইবা ২/২৯৪)

আল-খুলাস্বাহ কিতাবের টীকায় মুহাক্কিক বলেছেন,

وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ الْحَسَنِ وَرَاوِيهِ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ الْمُبْتَدِعُ الضَّالُّ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ.

অর্থাৎ, হাসান থেকে এ কথা শুদ্ধ প্রমাণিত নয়। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনাকারী রাবী আম্র বিন উবাইদ ভ্রষ্ট বিদআতী। আর কোন তাবেয়ী

কর্তৃক কোন মাসআলায় ইজমা ঘোষণা করা সংরক্ষিত নয়। (আল-খুলাস্বাহ ফী আসবাবি ইখতিলাফিল ফুক্বাহা' ২/২১৬)

তিন রাকআত বিত্‌র পড়ার পদ্ধতি

৩ রাকআত বিত্‌র পড়লে ২ নিয়মে পড়া যায়;

(ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে পুনরায় উঠে আর এক রাকআত পড়তে হয়। অথবা

(খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে শেষ রাকআতে বসে তাশাহহুদ-দরূদ পড়ে সালাম ফিরতে হয়। এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মত ২টি তাশাহহুদ পড়া বৈধ নয়। কারণ, বিত্‌র নামাযকে মাগরেবের নামাযের মত করে পড়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং তেমন করে পড়া কমপক্ষে মকরূহ। *(সালাতুল লাইলি অত্‌-তারাবীহ, ইবনে বায ৭পৃঃ, সালাতুত তারাবীহ, আলবানী ৯৮-পৃঃ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.

অর্থাৎ, তোমরা তিন রাকআত বিত্‌র পড়ো না, পাঁচ, সাত, (নয় অথবা এগারো) রাকআত পড়। আর মাগরেবের সদৃশ করো না।

কিন্তু তিন রাকআত বিত্‌র পড়া নিষিদ্ধ নয়। কারণ তিনি নিজে তিন রাকআত বিত্‌র পড়েছেন এবং পড়তে এখতিয়ার দিয়েছেন। এখানে উদ্দেশ্য হল, বেশি রাকআত বিত্‌র পড়। আর তিন রাকআত পড়লে মাগরেবের মতো পড়ো না।

শায়খ আব্দুর রহমান সুহাইম বলেন,

والنهي عن صلاة الوتر ثلاث ركعات كهيئة صلاة المغرب ، أما أن يُصلي ركعتين ثم يُوتِر بواحدة ، أو يُصلي ثلاث ركعات سرداً لا يَجلس إلا في آخرها ، فهذا ليس من المنهي عنه .

قال العيني : وليس معناه لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها ثلاث ركعات ، والنهي ليس بِوَارِدٍ على تَشبيه الذّات بالذات ، وإنما هو وارِد على تشبيه الصِّفَة بالصِّفَة . اهـ

অর্থাৎ, তিন রাকআত বিত্‌র মাগরেবের মতো ক'রে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দু'রাকআত পড়ে এক রাকআত বিত্‌র পড়া অথবা একটানা তিন রাকআত পড়ে সবশেষে বসে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

আইনী বলেছেন, হাদীসের অর্থ এই নয় যে, তিন রাকআত বলে মাগরেবের সদৃশ করো না। নিষেধ বস্তুর সাথে বস্তুর সদৃশ করা নয়, বরং গুণের সাথে গুণের সদৃশ করাই নিষিদ্ধ। *(আল-ফাতাওয়াল আম্মাহ ১/২১১-২১২)*

ইবনে হাজার (রঃ) তিন রাকআত বিত্‌র বৈধ ও অবৈধ হওয়ার দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন ক'রে বলেছেন,

وَالْجَمْع بَيْن هَذَا وَبَيْن مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِصَلَاةِ الْمَغْرِب أَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى صَلَاة الثَّلَاث بِتَشَهُّدَيْنِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ السَّلَف أَيْضًا.

অর্থাৎ, 'তিন রাকআত বিত্‌র পড়ার এই বৈধতা ও উল্লিখিত মাগরেবের সদৃশ বিত্‌র পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার মাঝে এই সমন্বয় সাধন করা যায় যে, দুই তাশাহহুদ দিয়ে বিত্‌র পড়া নিষিদ্ধ। সলফগণও এভাবে (এক তাশাহহুদ দিয়ে) বিতর পড়েছেন।'

আর যে সব সলফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা মাগরেবের মতো তিন রাকআত বিত্‌র পড়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'সম্ভবতঃ উক্ত নিষেধ তাঁদের কাছে পৌঁছেনি।' *(ফাতহুল বারী ৩/৪২০)*

তাছাড়া দুই রাকআতে সালাম ফিরার ব্যাপারে অনেক উলামা বলেছেন, সেটাই সঠিক।

ইমাম ইবনে হিব্বান বুঝেছেন যে, তিন রাকআত বিত্‌রকে মাগরেবের সাদৃশ্য থেকে বাঁচিয়ে পড়তে হলে মাঝে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। সুতরাং তিনি শিরোনামে বলেন,

(ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث ركعات غير مفصولة)

অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন না ক'রে তিন রাকআত বিত্‌র পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার আলোচনা।

অতঃপর তিনি উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হিব্বানে আরো আছে,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ.

অর্থাৎ, নবী ﷺ বিত্‌রের জোড় ও বেজোড়ের মাঝে সালাম ফিরে পৃথক করতেন।

عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِرَكعَةٍ وَكَانَ يَتكَلَّمُ بَينَ الرَّكعَتَينِ وَالرَّكعَةِ.

উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়েশা বলেন, নবী ﷺ এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন এবং দুই রাকআত ও (শেষ) রাকআতের মাঝে কথা বলতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ২/১৯২)*

আর যেহেতু পৃথক করার হাদীসই অধিক। যেহেতু তাতে রয়েছে অতিরিক্ত তাকবীর, দুআ ও দরূদ। *(ফাতাওয়ার রামলী ২/২৯)*

কিন্তু মা আয়েশা (রাঃ)এর এক হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন,

كان (ﷺ) لا يسلم في ركعتي الوتر.

অর্থাৎ, নবী ﷺ বিতরের দু'রাকআতে সালাম ফিরতেন না। (ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে নাস্র ঃ কিয়ামুল লাইল ১২২পৃঃ, মুঅত্ত্বা মুহাম্মাদ, ১৪৬পৃঃ, ত্বাহাবী ১/১৯৫, দারাকুত্বনী ১৭৫পৃঃ, হাকেম ১/৩০৪, তিনি বলেছেন, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ এবং যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।)

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, বরং তা রোগগ্রস্ত। কারণ ইবনে নাস্র বলেছেন, 'এর ব্যাপার আমাদের কাছে এই যে, আমরা যে লম্বা হাদীস উল্লেখ করেছি, সেটাকেই সাঈদ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে এ কথা বলেননি যে, নবী ﷺ তিন রাকআত বিতর পড়েছেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরেননি। তা হলে তো এ হাদীস তাদের দলীল হয়ে যেত, যারা দ্বিতীয় রাকআতে সালাম না ফিরে তিন রাকআত বিতর পড়ে। বরং বলেছেন, 'তিনি বিতরের দু'রাকআতে সালাম ফিরেননি।' আর তিনি এ কথায় সত্যবাদী যে, তিনি দু'রাকআতে সালাম ফিরেননি, তিন রাকআতে সালাম ফিরেননি, চার রাকআতে সালাম ফিরেননি, পাঁচ রাকআতে সালাম ফিরেননি, ছয় রাকআতেও সালাম ফিরেননি। এবং দু'রাকআতে বসেনও নি, যেমন তিনি সালাম ফিরেননি।'

আর এ কথার সমর্থন করে হাকেমের বর্ণনা,

لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر.

অর্থাৎ, তিনি বিতরের প্রথম দু'রাকআতে সালাম ফিরতেন না।

সুতরাং এ বর্ণনা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, দু'রাকআত থেকে উদ্দেশ্য ঐ দু'রাকআত নয়, যা (শেষের এক) রাকআতের সরাসরি পূর্বে। তাছাড়া উক্ত হাদীসে বিতর ছিল তিন রাকআত থেকেও বেশি, আর সে কথা ঐ হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে, যে হাদীসের প্রতি ইবনে নাস্র ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন, আলোচ্য হাদীসটি সেই (দীর্ঘ) হাদীসের সংক্ষিপ্ত (বর্ণনা)।

উক্ত দীর্ঘ হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِى عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ

فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ....

অর্থাৎ, (সা'দ বিন হিশাম বলেন,) আমি বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বিতরের ব্যাপারে বলুন।' তিনি বললেন, 'আমরা তাঁর দাঁতন ও ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। আল্লাহ যখন ইচ্ছা রাত্রে তাঁকে উঠাতেন। অতঃপর তিনি দাঁতন করতেন, ওযূ করতেন। তারপর নয় রাকআত নামায পড়তেন। যাতে তিনি অষ্টম রাকআতে ছাড়া বসতেন না। (অষ্টম রাকআতে বসে) তিনি আল্লাহর যিক্র করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে দুআ করতেন। তারপর সালাম না ফিরে উঠতেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাকআত পড়তেন। অতঃর বসে গিয়ে আল্লাহর যিক্র করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে দুআ করতেন। অতঃপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরতেন। সালাম ফিরার পর বসে আরো দু'রাকআত পড়তেন। হে বৎস! এই হল এগারো রাকআত।' *(মুসলিম, নাসাঈ)*

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, আয়েশার হাদীস 'নবী ﷺ বিতরের দু'রাকআতে সালাম ফিরতেন না', যা নাসাঈ হাসান সনদে এবং বাইহাক্বী তাঁর সুনানে কাবীরে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, তা সম্ভবতঃ তাঁর নয় রাকআতবিশিষ্ট বিতরের হাদীসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। *(মাজমু' ৪/১৭)*

অন্য এক স্থানে বলেছেন,

وهو محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه.

অর্থাৎ, উক্ত হাদীস এক সালামে নয় রাকআত বিতর পড়ার উপর আরোপিত, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। *(৪/২১, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/১৫০-১৫২)*

পক্ষান্তরে উবাই বিন কা'ব ﷺ-এর বিতর নামাযের ক্বিরাআতের হাদীসে এবং মা আয়েশা (রাঃ)এর এক হাদীসেও এক সালামে তিন রাকআত বিতর পড়ার কথা বলা হয়েছে। *(নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ)*

ওঁরা বলেন, 'কিন্তু সেখানে মাঝে তাশাহহুদের জন্য বসতেন না, এ কথা নেই।'

আমরা বলি, তিনি যে মাঝে তাশাহহুদের জন্য বসতেন, সে কথাও নেই। তবুও দেখুন বাইহাক্বীর বর্ণনায় মা আয়েশা (রাঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেন,

كَانَ ﷺ يُوتِر بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُد إِلَّا فِي آخِرهنَّ .

অর্থাৎ, নবী ﷺ তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন, শেষ রাকআত ছাড়া অন্য কোথাও বসতেন না। *(বাইহাক্বী ৩/২৮)*

সুতরাং এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী ﷺ তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন, কিন্তু মাগরেবের মতো মাঝে তাশাহহুদ পড়তেন না। তাছাড়া তিনি মাগরেবের মতো বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন।

এই নিয়মে বিত্‌র অনেক সলফও পড়ে গেছেন।

عن اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِر بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُد بَيْنهنَّ.

অর্থাৎ, ইবনে ত্বাউস বলেন, ত্বাউস তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন, মাঝে কোথাও বসতেন না। *(ফাতহুল বারী ৩/৪২০)*

عن قيس بن سعد عن عطاء : أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن.

ক্বাইস বিন সা'দ বলেন, আত্বা তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন এবং শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও বসতেন না এবং তাশাহহুদ পড়তেন না। *(হাকেম ১/৪৪৭)*

অথচ তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, বিত্‌র হচ্ছে মাগরিবের নামাযের মতো। *(মুঅত্ত্বা)* কিন্তু তাতে বৈঠকের কথা নেই।

ওঁরা বলেন, হাদীসে নামাযের একটা ব্যাপক রীতি বর্ণিত হয়েছে,

((في كل ركعتين التحية))

অর্থাৎ, প্রতি দুই রাকআতে 'আত্তাহিয়্যাত' আছে।

সুতরাং তিন রাকআত বিত্‌রের দু'রাকআতে বসে তাশাহহুদ পড়তে হবে।

আমরা বলি, উক্ত হাদীসটি ফরয নামাযের ব্যাপারে। যেহেতু নবী ﷺ-এর বিত্‌র নামাযের পদ্ধতি পৃথকভাবে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।

যেমন এ কথাও হাদীসে এসেছে, অথচ ওঁরা তা মানেন না,

((في كل ركعتين تسليمة)).

অর্থাৎ, প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম আছে। *(ইবনে মাজাহ)*

যেমন ব্যাপক রীতির এ হাদীসও ওঁরা মানেন না,

((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).

অর্থাৎ, রাত ও দিনের নামায দু'রাকআত দু'রাকআত ক'রে।

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী বলেন,

وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث وعلل ذلك بقوله : (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة وذلك يكون بوجه من وجهين :

أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل.

والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم.

অর্থাৎ, পাঁচ ও তিন রাকআত নামাযের প্রত্যেক দু'রাকআতে বৈঠক ক'রে সালাম না ফিরানোর ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন প্রামাণ্য হাদীস আমরা পাইনি। তবে মূলতঃ তা বৈধ। কিন্তু যেহেতু নবী ﷺ তিন রাকআত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন এবং কারণ স্বরূপ বলেছেন, "মাগরেবের নামাযের সদৃশ করো না" সেহেতু যে তিন রাকআত বিত্‌র পড়তে চাইবে, তার জন্য জরুরী যে, উক্ত সাদৃশ্য থেকে বের হওয়ার জন্য দু'টির মধ্যে একটি পদ্ধতি গ্রহণ করবে ঃ-

প্রথম ঃ জোড় ও বেজোড়ের মাঝে সালাম ফিরবে। আর এটিই বেশি বলিষ্ঠ ও উত্তম।

দ্বিতীয় ঃ জোড় ও বেজোড়ের মাঝে বৈঠকে বসবে না। আর আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। *(ক্বিয়ামু রামাযান ২২পৃঃ)*

কিন্তু ওঁরা বলেন, না, না। এটা মনগড়া ব্যাখ্যা। আসলে 'মাগরেবের সদৃশ করো না'-এর অর্থ হল, মাগরেবের পূর্বে যেমন নফল নেই, তেমনি তিন রাকআতের পূর্বে দুই-চার রাকআত নফল না পড়ে তিন রাকআত পড়ো না।

ওঁরা আরো বলেন, 'মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বাঁচার পদ্ধতি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিন রাকাত বিতরের আগে নফল পড়ে নাও (!) হাদীসের ব্যাখ্যা ছেড়ে নিজের পক্ষ থেকে বিতরের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মাশাআল্লাহ! একেবারে বিভ্রান্তি? মনগড়া ব্যাখ্যা? অথচ পাঠক ইতিপূর্বে জেনেছেন যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীসলব্ধ জ্ঞান দিয়েই উক্ত ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি যে, তিন রাকাত বিত্‌রের আগে নফল পড়ে নাও।

তাছাড়া 'মাগরিবের পূর্বে নফল নেই'---এ দাবীও সঠিক নয়। কারণ নফলের সপক্ষে দলীল ও আমল উভয়ই আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে নামায

আছে।" এইরূপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, "যে চাইবে তার জন্য।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬২নং)*

তিনি আরো বলেন, "এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" *(ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩২, সহীহুল জামে' ৫৭৩০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামায পড়। তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামায পড়।" অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বলেন, "যে চায় সে পড়বে।" এ কথা বলার কারণ, তিনি ঐ নামাযকে লোকেদের (জরুরী) সুন্নত মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬৫নং)*

আনাস ؓ বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুআয্‌যিন যখন মাগরিবের আযান দিত, তখন লোকেরা প্রতিযোগিতার সাথে মসজিদের খাম্বাগুলোর পশ্চাতে ২ রাকআত নামায পড়তে লেগে যেত। এমনকি যদি কোন অজানা লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করত, তাহলে এত লোকের নামায পড়া দেখে সে মনে করত, হয়তো মাগরিবের জামাআত হয়ে গেছে। (এবং ওরা পরের সুন্নত পড়ছে।) *(মুসলিম, মিশকাত ১১৮০ নং)*

মারষাদ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি উক্ববাহ আল-জুহানীর নিকট এসে বললাম, 'আমি কি আবূ তামীমের একটি আশ্চর্য খবর বলব না? উনি মাগরিবের নামাযের আগে ২ রাকআত নামায পড়েন!' উক্ববাহ ؓ বললেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় তা পড়তাম।' আমি বললাম, 'তাহলে এখন আপনাকে পড়তে বাধা দেয় কিসে?' তিনি বললেন, 'কাজ বা ব্যস্ততা।' *(বুখারী, মিশকাত ১১৮১নং)*

সুতরাং তিন রাকআত বিতরের আগে নফল পড়েও মাগরেবের সাদৃশ্য কাটছে না। আর উদ্দেশ্য তা নয়ও।

ওঁরা একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত ক'রে বলেন, 'তিন রাকআত বিত্‌র হল পুচ্ছহীন।'

কিন্তু ইমাম ইবনে হায্‌ম বলেন,

ولم يصح عن النبي ﷺ عن البتيراء ولا في الحديث – على سقوطه – بيان ما هى البتيراء.

অর্থাৎ, নবী ﷺ থেকে 'পুচ্ছহীন'-এর ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। আর পতিত হাদীস হওয়া সত্ত্বেও তাতে এ বয়ান নেই যে, 'পুচ্ছহীন' কী? *(মুহাল্লা ৩/৪৮)*

এক রাকআত বিত্‌রকে 'পুচ্ছহীন' বলার ব্যাপারে আল্লামা আলবানী বলেন,

وتسمية الركعة بالبتيراء لا أصل له بل هو خلاف السنة، فقد كان ابن عمر يوتر بركعة، فسأله رجل عن الوتر فأمره أن يفصل فقال : إني خشيت أن يقول الناس : إنها البتيراء، فقال ابن عمر : أسنة الله ورسوله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله.

অর্থাৎ, এক রাকআত বিত্‌রকে 'পুচ্ছহীন' বলার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সুন্নাহর পরিপন্থী। ইবনে উমার এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে (দুই রাকআতে সালাম ফিরে) পৃথক করার আদেশ দিলেন। লোকটি বলল, 'আমার আশঙ্কা হয় যে, লোকে বলবে, তা পুচ্ছহীন।' ইবনে উমার বললেন, 'তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের রীতি চাও? এ হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের রীতি।' *(ইবনে খুযাইমা ১০৭৪নং, মুহাল্লা ৩/৪৭)*

অবশ্য একের চেয়ে তিন, তিনের চেয়ে পাঁচ, পাঁচের চেয়ে সাত, সাতের চেয়ে নয়, নয়ের চেয়ে এগারো এবং এগারোর চেয়ে যে তেরো রাকআত উত্তম, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

বাকী থাকল হাদীস---

(صَلاَةُ المغرِبِ وِترُ النَّهَارِ، فَأَوتِرُوا صَلاَةَ اللَّيلِ).

অর্থাৎ, মাগরেবের নামায দিনের বিত্‌র। সুতরাং তোমরা রাতের নামাযকে বিত্‌র (বেজোড়) কর। *(ত্বাবারানী)*

এ ব্যাপারে ইবনে হায্‌ম বলেন,

ليس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثا كوتر النهار، وهذا كذب ممن ينسبه إلى إرادة رسول الله ﷺ، فإن قطعتم بذلك كذبتم وكنتم أيضا قد خالفتم ما قلتم، لأنه يلزمكم أن تجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب، وأن تقنتوا في المغرب كما تقنتون في الوتر، أو أن لا تقنتوا في الوتر كما لا تقنتون في المغرب. والقياس كله باطل. وبالله تعالى التوفيق

অর্থাৎ, এ হাদীসে এ কথা নেই যে, রাতের বিত্‌র তিন রাকআত দিনের বিত্‌রের মতো। এ হল তার পক্ষ থেকে মিথ্যা, যে এ অর্থ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (বাক) উদ্দেশ্যের প্রতি সম্বদ্ধ করে। সুতরাং যদি তোমরা এ অর্থে সুনিশ্চিত হও, তাহলে তোমরাও মিথ্যায় পতিত হবে এবং তোমরা তোমাদেরই বলা কথার বিপরীত কাজ করবে। যেহেতু সেই সময় তোমাদের জন্য জরুরী হবে যে, মাগরেবের মতোই (তিন রাকআত বিত্‌রের) প্রথম দু'রাকআতে জেহরী ক্বিরাআত করবে এবং তৃতীয় রাকআতে সিরী। মাগরেবে কুনূত পড়বে, যেমন বিত্‌রে পড়ে থাকো। অথবা

বিত্‌রে কুনূত পড়বে না, যেমন মাগরেবে কুনূত পড় না। আর সকল কিয়াসই বাতিল। আর আল্লাহর পক্ষ থেকেই তওফীক। *(মুহাল্লা ৩/ ৪৮)*

সুতরাং বিত্‌রের তৃতীয় রাকআতে যেমন ক্বিরাআত জরুরী (?) অথচ মাগরেবের তৃতীয় রাকআতে নয়। এ পার্থক্য যেমন অন্য হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে, তেমনি এ পার্থক্যও অন্যান্য হাদীস থেকে নিতে হবে যে, এক সালামের তিন রাকআত বিত্‌রে প্রথম বৈঠক নেই।

عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الوتر كصلاة المغرب، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة.

লাইস ইমাম আত্বা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'বিত্‌র মাগরেবের নামাযের মতো, তবে তার তৃতীয় রাকআতে ছাড়া বসা হয় না।' (মুহাল্লা ৩/ ৪৬)

এতদ্ব্যতীত নতুন করে তাহরীমার তকবীর দেওয়ার মত (উল্টা) তকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়া ইত্যাদি কিছু সলফ কর্তৃক বর্ণনা করা হলেও তা সহীহ নয়। *(ইরওয়াউল গালীল ৪২৭নং, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/ ৪৬৪)* অতএব তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য।

আর আল্লাহই অধিক জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

١١/ ٧/ ١٤٣٢هـ